চুপ! এই অন্ধকারে ঈশ্বর আছেন
নীলাঞ্জন মুখোপাধ্যায়

মেয়েটা বাথরুমের দরজা ঠিকমত বন্ধ করতেপারে নি। অবশ্য চলন্ত দূরপাল্লার ট্রেনে, ঘুমঝিমন্ত মধ্যরাতে.....অভ্যেস তো থাকেনা কা(রই। আর আমি যে ঠিক তখনই ওপরের বার্থ থেকে নেমে চোখের ঘুম মুছতে মুছতে ওই বাথ(মেই ঢুকতে যাব, কে ভাবতে পেরেছিল ক

লজ্জা পেলাম একা আমিই, সদ্য বুকের কুঁড়ি ফুল হয়ে ফুটতে থাকা মেয়েটার কোন ভাবান্তর নেই। সেই শেয়ালদা থেকে মা-বাবার সঙ্গে নানারকম ন্যাকামি করে যাচ্ছে তো যাচ্ছেই। কখনো মাথায় চি(নী চালাচ্ছে. কখনো বেসিনের সামনে দাঁড়িয়ে মুখে তুলো আর ক্লিনজার ঘষছে তো ঘষছেই। খুকি সাজতে চাওয়া এই কিশোরীর মাও দুরন্তফ্যাশনেবল। বাবা বেশ নিশ্চিন্তে আমার পাশের আপার বার্থে ঘুমোচ্ছেন। মেয়েটি আ(াদী সুরে ট্রেন থামলেই জিজ্ঞেস করছে কোন স্টেশন ঞ আমারও ঘুম তাতে ছিঁড়ে ছিঁড়ে যাচ্ছে।

সকালে আলো ফুটলে, মা মেয়ে দুজনকেই মন দিয়ে দেখি। মেয়েটার সত্যি, কোনো ব্যাপারেই ভাবান্তর নেই। আমার লজ্জা ক্র(মে রাগে রূপান্তরিত হয়। এত সহজেই কি জেনারেশন গ্যাপ এসে গেল নাকি ঞ বুড়ো হয়ে গেলাম ঞ পরের প্রজন্ম এতই প্রগতিশীল যে লজ্জা, ঘেন্না, কিংবা নরম অনুরাগ, কোনো প্রতিক্রি(য়াই তাদের হয় না ঞ

রাগটা যে কেন হচ্ছে, মনে মনে জানি। কিন্তু একা একা সহ্য করা ছাড়া উপায় তো নেই। বড় সাধ ছিল, ঠিক এইরকম একটা মেয়ে থাকবে আমার। পাশের ওই বাবা ভদ্রলোক তো আমার চেয়ে অল্প ছোটই হবেন ! আমি যে সময়ে বিয়ে করেছি, তাতে এর চেয়ে বড় মেয়ে থাকতেপারত আমার। আমার স্ত্রী সন্তানের জন্ম দিতে অ(ম। প্রথম দিকে নিজেকে নিয়েও আশঙ্কা ছিল খুব, আত্মবি(্বাসের অভাব ছিল--- কিন্তু নানান ডাক্ত(ার দেখিয়ে নানাভাবে চেষ্টা করতে করতে একশান্ত ক্ষ(ণায় ঢেকে গেল আমার গৃহস্থালী। আর রাগরাগি কিংবা আরো নানান মানসিক বিকারের ল(ণ দেখা দিল বাইরে। তাও ব্যবসাবাণিজ্যের নানান কাজে মেতে থাকলে একরকম, মাথাটা একটু অলস হবেই--- এই ট্রেনে যেমন। এমন একটা মেয়ে আমার থাকতেপারত ঠিক, কিন্তু আমি কি বাবার মতন করে মেয়েটার দিকে তাকাচ্ছি ঞ মাথার মধ্যে ধুলোর ঝড় ওঠে। এতগুলো বছর পেরিয়ে আসা জীবনের আড়াল থেকে বিচিত্র স্বাদের বিভিন্ন রঙের নানান ছবির আড়াল দিয়ে একটি ঝড়ের বিকেলের ছবি কেবলই মনে জাগে--আকাডেমি থেকে বেরিয়ে বিড়লা প্লানেটরিয়ামের দিকে যাচ্ছি, তখন আমার কিশোর বেলা, উত্তর কলকাতায় থাকতাম....হঠাৎ খুব জোর হাওয়ায় উড়তে লাগল শুকনো পাতা, ধুলো, ছেঁড়া কাগজ, প্লাস্টিক.. ঘূর্ণীবাতাসের আড়ালে দেখি, প্রৌঢ়ত্বের এক বাবা হাত বাড়িয়ে দিলেন, তাঁর কিশোরী মেয়েটি সেই হাত ধরল, ধীর গতিতে ছুটছে দুজনেই....ওই বয়সে, কেন জানি না, আমার অদ্ভুত ভাল লেগেছিল। মনে হয়েছিল এই দৃশ্যে ঈ(্বর আছেন। আমার তো কোনো বোন ছিল না, থাকলে হয়ত বাবার সঙ্গে তার বন্ধুত্ব প্রতিদিন দেখতে দেখতে হিংসা একঘেয়েমি কিছু একটা জাগত। যাই হোক, বাবাদের সঙ্গে মেয়েদের বন্ধুত্ব তো জাগতিক হিসাবে বহির্ভূত কোনো ব্যাপার না-এই তো এই ট্রেনে যাতায়াতের পথেও তো কম মা বাবা ছেলে মেয়ে ভাই বোন দেখি না....তবু সেই কৈশোরের আনন্দানুভূতিই ধূপের গন্ধের মতন মন ছেয়ে রাখে। কিন্তু এখন হঠাৎ সে কথা বেমক্কা মনে এল কেন ? আমার তো রাগ রাগ ভাব হচ্ছিল। অবশ্য, ল(্য করছি, শরীরে বাড়লেও এই মেয়েটা নেহাতই ছেলেমানুষ। আর, বিকট সাজগোজ করেন যে যৌবন ঢলে পড়া ওই মেয়েদের মায়েরা, তাঁরাও ছেলেমানুষ ছাড়া আর কী ?

চুপ ! এই অন্ধকারে ঈ(্বর আছেন। এখানে কোনো কথা নয় ! এখানে ছবি তোলা নিষেধ.....
----কোথায় ? কোথায় ? হঠাৎ আমি বলে উঠি। জবাব দেয় না কেউ। আবছা অন্ধকারে কৌতূহলী হয়ে কেউ কেউ আমার দিকে তাকায়। এভাবে কথা বলে ওঠা আমার বোধহয় উচিত হয়নি। হিন্দী-নেপালি-বাংলা মিশিয়ে ওসব কথা বলেটলে ট্যুরিস্ট দলটিকে গাইড করছিলেন যে যুবক, তিনিও একবার উদাসীন চোখে আমাকে দেখলেন।

আমার মাথার মধ্যে ঝমঝম বাজছে দেওয়ালে ঝুলে থাকা ভয়ংকর ছবি কিংবা ফ্রেসকোগুলো। আগুনখেকো ড্রাগন ? মানুষখেকো পাখি ? নাকি মানুষের মনের ভেতরকার যত রা(স খোক্কস, সাপ বাঘ ভাল্লুকের ছবি ওসব ? তিব্বতী কালচারে এসব ছবি খুব কমন। গ্যাংটকের কাছাকাছি যত গুম্ফায় গতকাল ঘুরেছি, সবখানেই দেখেছি এসব ছবি। হ্যান্ডি(্রাফটস সেন্টারেও এসব মোটিফ খুব বিক্রি(হয়। কার্পেটে, পর্দায় কিংবা দেওয়াল-মাদুরে অমন বীভৎস ড্রাগন বা সাপটাপের ছবি সাজিয়ে বসার ঘরের আরাম কেনেন অনেক কলকাতাকেন্দ্রিক বাঙালী। আমরা তো তেমন টুরিস্ট নই, তাই কিনতে ইচ্ছে করেনি। গ্যাংটক যখন এলামই, তখন (মটেক গুম্ফা ঘুরেই যাই, এই ভেবেই, গাড়ি ঘুরিয়ে.....স্রেফ বেড়াতেই.....

দল বলতে আমরা চারজন। আমি, আমার নর্থ বেঙ্গলের পার্টনার দেবাশিস, ওর এক বিশেষ পরিচিত দাদা অতনু,আর আমাদের ড্রাইভার চিত্ত। চিত্ত এক বিখ্যাত ট্রান্সপোর্ট কোম্পানীর ড্রাইভার, এসব জায়গায় অনেকবার এসেছে---কিন্তু ড্রাইভার হিসেবে ওর যে অপয়া বলে বদনাম আছে. তা আমরা জানি, চিত্তও জানে সে কথা। এত কম সময়ে ওকে ছাড়া আর কাউকে যোগাড় করা গেল না। তাও ভাল, গ্যংটকে ব্যবসা সংক্র(ান্ত কাজগুলো খুব ভালভাবে সাঙ্গ হলো। সঙ্গে প্রচুর টাকা পয়সা। অনেক বকেয়া পেয়ে গেলাম একসঙ্গে। আসার দিন তিস্তাবাজারে চা খাব বলে যখন গাড়ি থামানো হয়েছিল চিত্ত মোমো খেতে যাবার নাম করে দু-পাত্র দেশি মদ খেয়ে এসেছে। দেবাশিস ওকে খুব ধমকাচ্ছে।

রাতে হুইস্কির বোতল খুলতে খুলতে অতনু বলছেলেন চিত্তর পাস্ট হিস্ট্রি জানো তো ঞ একটা ফিল্ম কোম্পানীর গাড়ি চালাত, ফুল্টসোলিঙের রাস্তায় অ্যাকসিডেন্ট করে। সে এক মারাত্মক অ্যাকসিডেন্ট.....গাড়ির সমস্ত আরোহী মারা গেছিল, বোধহয় মোটামাট সাতজন....একা চিত্তপ্রাণে বেঁচে যায়, ল(্য করেছ কপালের ওপর কাটা দাগটা ? লোকজন বলে, সেই থেকেই ওর মাথার ঠিক নেই, মাঝেমাঝে পাগলামি করে। অনেক ধরেটরে এই কোম্পানীতে ড্রাইভারের কাজটা পেয়েছে। লোকজন বলে, পাহাড়ি রাস্তায় নাকি পেটে মদ পড়লে ও গাড়ি ভালো চালায়....কিন্তু ফুল্টসোলিঙ কী এমন উঁচুজায়গা বল তো !
হুম !তার মানে, চিত্তর পেছনে সবসময়ে সাতটা ভূত নজর রাখছে ! রসস্থ গলায় দেবাশিস বলছিল।

আমি মদটদ খাই না, কিন্তু সিকিমে নানান আকারের সুন্দর সব কাঁচের পাত্রে মদ পাওয়া যায়। তলোয়ার, টুপি, বল, কত কী ক চিত্তকে বলছিলাম, একটা তলোয়ার কেনো, ভেতরের জিনিসটা খেয়ে বাকিটা আমাকে দাও। দাম তো মাত্র পঞ্চাশ টাকা, কাল দুপুরে খাবার জন্য একশো টাকা দিয়েছিলাম না ঞ

চিত্ত তলোয়ার কেনেনি, টাকাও ফেরৎ দেয়নি। উপরন্তু, (মটেক যাবার পথে চিত্ত এমন একটা কান্ড ঘটাল যে সঙ্গীদের মুখে কথা নেই, মনে মনে সবাই বিপর্যস্ত। যথেষ্ট চওড়া বাঁক নেবার জায়গা, বিকেলের আলো ফুরোতে যথেষ্ট দেরি, তবু গাড়িটা একেবারে সোজা চালিয়ে প্রায় খাদে ফেলে দিচ্ছিল। ব্রেক কষল ঘ্যাঁচ করে। দাগ বসে গেল পাথুরে মাটিতে।চোখের মধ্যে পাগলাটে দৃষ্টি চিত্তর।

--ব্যাপারটা কী ঞ্জ
--স্টিয়ারিং লক হয়ে গেছিল।
--ওঃ ! আমি ভাবলাম বুঝি ইঞ্জিন গরম হয়ে গেছে, তাই পাথরের পাশে একটু দাঁড়ানো হবে।
হুম ! অ্যাক্সিডেন্ট তবে এভাবেই হয় ! অতনু বললেন দেবাশিসের কথার পিঠে। আমি কোনো কথাই বলিনি। পথের পাশে কাঁটাতার। আমি বসে আছি সবচেয়ে বিপজ্জনক জায়গায়, মরলে সবার আগে মরব। আর একচুল যদি দেরি হতো, ভাবতেই রক্ত(হিম হয়ে আসছে।

(মটেক তখন মাত্র দুই কিলোমিটার দূর। আমি সবেমাত্র একটু রসিকতা করে ওদের সহজ করার চেষ্টা করছিলাম--চিত্ত ওই তলোয়ার কেনেনি বলেই এমন কান্ড। আমাকে দিয়েছে ফাঁকি একজন কেউ, যা মেনেছে, দেয় নাই, তাই এত ঢেউ, অসময়ে এমন তুফান দেবতার গ্রাসের প্যারডি বানাচ্ছিলাম ----ত(ণি আবার ওই এক ঘটনা। এবার খাদ নয়, পাহাড়ের গা ঘেঁষে গাড়িটা দুবার লাফালো, সিনেমায় যেমন দেখা যায়। দেবাশিস অতনু দুজনেই লাফ দিয়ে রাস্তায়। আমি চিত্তর ঠিক পেছনে, অর্থাৎ গাড়িটায় আগুন লাগলে সবার আগে ট্র্যাপড হবার মতন জায়গায়। ফের বোবা হয়ে গেলাম। বিপরীত দিক থেকে দুটো ছোট লরি আসছিল। দুটোই থেমে গেল আমাদের অবস্থা দেখে। স্থানীয় ভাষায় কীসব কথাবার্তা যেন হলো। একবার মনে হলো, চিত্তকে গালাগাল দিচ্ছে এমন গোলমেলে গাড়ি নিয়ে এসেছে বলে। দেবাশিস (্েপে উঠল, ব্যাটা, কাল থেকে বলছিস (মটেক যাব না... তুই ইচ্ছে করে এসব করছিস ক্ক অতনু বলেন, ফিরে যাই বরং...

এত(ণে আমি কথা ফিরে পাই। বলি, এত কাছে এসে ফিরে যাব ঞ্জ চলুন না.....এসব যে হচ্চে, নিশ্চয়ই কোনো উদ্দেশ্য আছে.....এসব ভগবানের হাতে..

চিত্ত পাগলের মতন হাতুড়ির বাড়ি মারছে স্টিয়ারিঙটার লকে। মুখে কাঁচা গালাগাল। মানুষ খুন করার মতন হয়ে যাচ্ছে ওর মুখের ভাব। শেষমেশ স্টিয়ারিঙটা আস্ত খুলে বেরিয়ে এল। আমাদের কারো মুখে তখন কথা নেই। দেবাশিস আর্তস্বরে বলছে. এবার কী হবে ? মেকানিক কোথায় পাবি ? বললাম, যা পারবি না তা করিস না।

দড়ি দিয়ে স্টয়ারিঙটা বেঁধে খুব ধীরে ধীরে আমরা (মটেক পৌঁছালাম শেষ পর্যন্ত। বিকেলের আলো তখন নিভেআসছে, আকাশে ঘন মেঘের আভাস। বিমর্ষ অতনু বলেন, তোমরা ওঠো, গুম্ফা দেখে এসো, আমার সবই দেখা---আর যাব না। চিত্ত বরং অন্যান্য ড্রাইভারদের সঙ্গে কথাবার্তা বলে একটা উপায় বার ক(ক....

অদ্ভুত এক অবসন্নতা আমাকেও পেয়ে বসেছিল। এতটা উঠে গুম্ফা দেখতে হবে ? কেন ? পথটাই কি যথেষ্ট রোমাঞ্চকর ছিল না ? বললাম, দেবাশিস, ভাল লাগছে না, কেমন একটা অশুভ ব্যাপার চারদিকে...

কেন ? আবার কী হলো ? আরে, চলো চলো .. এর মুখে মৃদু হাসি। উঠতে উঠতে হাঁফাচ্ছি, ও বলে চলেছে, অবশ্য সব(্রেই ধর্মস্থান মানে পাপের জায়গা, কমবেশি সব ধর্মেই...এই তো, এখানেও দুমাস আগে প্যারা মিলিটারি পাহারা দেখে গেছি, এখনোও আছে নিশ্চয়ই, উঠলেই দেখবে... কেন জানো ? এই গুম্ফার মধ্যে তাল তাল লুকোনো সোনা আছে। তার দখল নিয়ে লামাদের মধ্যে দলাদলি, মারামারি... ওই দ্যাখো, উঠোনের স্তম্ভটা দেখেছ ঞ্জ ওপরটা সোনা দিয়ে বাঁধানো-----
----হ্যাঁ, বৃন্দাবনেও আছে এমন একটা সোনার তালগাছ, আর ভীষণ মাছি চারদিকে......
----এখানে অবশ্য মাছিদের দেখা যায় না। চলো, ভেতরে একটা বাচ্চা ছেলের ছবি দেখবে, যত্ন করে পুজো করা হচ্ছে, সে নাকি দলাই লামাম রিইনকার্নেশান। আরেক দল সেটা মানতে চায় না, আর সেজন্যই.......

একটা ছোট্ট লামা, নেহাতই বাচ্চা ছেলে, একটা খেলনা মোটর গাড়ি গড়গড়িয়ে আমাদের সামনে এসে হোঁচট খেল। মে(ণ ঢলঢলে বাদুড়ের ডানার মতন তার গাউন ধুলোয় লুটোচ্ছে। সরল চোখদুটো আমাদের দিকে তুলে, তার এই চপলতা (মা করতে বলল যেন। দেবাশিস অল্প অন্যমনস্কভাবে বলে, ইস এইটুকু বাচ্চাগুলোকে কারা যে লামা করতে পাঠায় ! নিশ্চয়ই ঠিক ওই বয়সী ওর ছেলের কথা ও ভাবছে। হু হু করে উঠল আমার বুকের ভেতরটা। খিদে, দারিদ্র, পারিবারিক অশান্তি --- সেই তো পুরোনো গল্প, ভাঙা ঘরের বাচ্চাদের জন্যই যাবতীয় অনাথ আশ্রম, সন্ন্যাস। দুনিয়ার সবখানেই ব্যাপারটা এক। দুনিয়ার সমস্ত ভুলভাল কি বাচ্চাদের (্েটের লেখার মতন চোখের জলের আন্তরিকতা দিয়ে ধুয়ে মুছে সংশোধন করা যায় ঞ্জ যদি পারতাম ক্ক এই তো, তিব্বতীদের প্রেয়ার হুইল হাত দিয়ে ঘুরিয়ে দিলে, মনে মনে যা চাওয়া যায়, তাই নাকি মেলে। কই ? কত মন্দিরে, মসজিদে, পীরের থানে, কত তাবিজ কবচ নিয়ে আরো কত কিছু করে আমরা সন্তান চাইলাম, হলো কিছু ঞ্জ ঈ(্বর নিশ্চয় বধির, অথবা তাঁর লীলা বোঝার সাধ্য নেই আমাদের। কেন কেউ চেয়েও পায় না, ওদিকে কেউ পার করে দিয়ে যায় ঈ(্বরের নাম....

অন্য একটি ট্যুরিস্ট দলের গাইড কী বলতে যাচ্ছে, শোনার চেষ্টা করছে দেবাশিস। আমি দাঁড়িয়ে রয়েছি গুম্ফার অন্ধকার সর্বাঙ্গের জড়িত এক কোণে। দ(ণি ভারতের মন্দিরের চেয়েও রহস্যময় এই অন্ধকার, আমার বিষণ্ণ বিপর্যস্ত দাম্পত্যের মতন এর গন্ধ। ওই যে আগুনখেকো ড্রাগন, ঠিক আমার যৌন অভিজ্ঞতার প্রতীক যেন---এই অন্ধকার আমাকে যেন আসত্মা গিলে খাবে ক্ক ড্রাগন স্ত্রী না পু(ষ ঞ্জ নাকি নপুংসক ঈ(্বর ঞ্জ
কে যেন ক্যামেরা বার করছিল। সঙ্গে সঙ্গে গাইড বললেন, চুপ ! এখানে ঈ(্বর আছেন---কোনো ডিসটার্বেন্স নয় !

----আ-আরে দাদা ক্ক আবার দেখা হয়ে গেল ক্ক ভদ্রলোক সোল্লাসে আমার হাত জড়িয়ে ধরলেন। হঠাৎ চিনে উঠতে পারছিলাম না, কিন্তু পেছনে, নিচে তাঁর স্ত্রী ও কন্যাকে দেখেই আমারও মুখে হাসি ফুটল। মেয়েটি চেঁচিয়ে উঠল, আঙ্কল ! পিছু পিছু তার মা-ও। আরে ট্রেনের দাদা যে !

উচ্ছ্বাসের সময়ে বেশি কথার দরকার হয় না। ট্রেনে আনুষ্ঠানিক আলাপ দূরে থাক, অল্পসল্প দেখাদেখি ছাড়া কোনো ভাব বিনিময়ই হয়নি, তবু, এখানে এদের এত খুশি খুশি লাগছিল, যেন আমার সঙ্গে হঠাৎ দেখা হওয়াটাই ঘটনা, (মটেক গুম্ফা দেখা তুচ্ছ ! আমি বলতে থাকলাম, আরে দেখুন না, গাড়ি নিয়ে কী সমস্যা........

মনে মনে কে যেন ফিশফিশিয়ে বলছে, জানতাম ! জানতাম দেখা হবেই ! সেই রাতের ট্রেন, বাথ(ম, হঠাৎ রোমাঞ্চ হঠাৎ রাগ, সবটাই যে হঠাৎ ভীষণ বেঁচে থাকার ইচ্ছের মতন। খুব একটা শুভ বা সামাজিক শোভন ইচ্ছে না-ই বা হলো। এই যে প্রায় অসুস্থ স্ত্রীকে নিয়ে, কোনো একরকমভাবে কোনো একটা নিরাশ প্রত্যাশা নিয়েও যে বসবাস করি, এও কি একরকম বেঁচে থাকা নয় ? জীবনের আড়ালে হয়ত আছে তাল তাল সোনা.....

----চিত্ত বলছে, রাণীপুল থেকে গাড়ি সারিয়ে আনবে, এখানে ড্রাইভাররা সবাই বলল এই গাড়ি নিয়ে পাহাড়ের রাস্তায় চলা উচিত না..... আমরা কি তাহলে ওয়েট করব ? অতনু বলেন।

----বরং গ্যাংটকে ফিরে যাই। ওখানকার বিজনেসম্যান কাউকে ধরে, রাতের মতন.....
----না বরং সবাই মিলে চিত্তর গাড়িতেই উঠে এগিয়ে যাই, চলো। দেবাশিসকে থামিয়ে দিয়ে আমি বলি। ওকে একা ছেড়ে দেওয়া যায় নাকি ? চলো, যা হবে, সবাই একসঙ্গে ফেস করব। রাণীপুলে গ্যারেজ না পেলে সিংথাম, সেখানে হাইওয়েতে কিছু না কিছু পাওয়া যাবেই। চলো, চলো, আরে এত তাড়াতাড়ি কেউ মরব না ! এত এত গাড়ি এতরকম ডিফেক্ট নিয়ে যাচ্ছে, অ্যাকসিডেন্ট কটা হয় ? চলো, বৃষ্টি আসছে.....

সবার মুখ দেখে মনে হলো, কোনো একজনের যে এই কথাগুলো জোর দিয়ে বলা উচিত, সেটাই ভাবছিল যেন। সকলের সুপ্ত আত্মবিশ্বাস আর বেঁচে থাকার ইচ্ছের পালে আমি যেন বাতাস দিলাম।

বাবার হাত ধরে উঠে যাচ্ছে মেয়েটি। মা ওদের পেছনে। একটা ড্রাগন যেন লকলকে জিভে আমার মস্তিষ্ক চাটছে। জানি, এই আগুন আমার সহজে নিভবে না আপঘাত মৃত্যু আমার ভাগ্যে নেই, পৌঁছোতে হবেই।